সামুদ্রিক মাছ ধরা সম্প্রদায়

সমুদ্রের উপর অধিকার প্রতিষ্ঠা করা

ভি. বিবেকানন্দন

ICSF মেরিন TOT কর্মশালা

রূপরেখা

জেলেরা কেন অধিকার চাইছে? কি ধরনের অধিকার?

অধিকারের দুটি ক্ষেত্র: সমুদ্র এবং উপকূল

যে অধিকারগুলো হচ্ছে সেগুলোর ধারণা ও প্রণয়নের গুরুত্ব
চাওয়া

জায়গায় প্রকৃত সামুদ্রিক মাছ ধরার মেয়াদ ব্যবস্থা নিয়ে আলোচনা

সমুদ্রে আমরা কী অধিকার চাই? কি সমস্যা সমাধান করা প্রয়োজন একটি অধিকার গুচ্ছ প্রণয়ন করার ক্ষেত্রে?

উপকূলীয় মেয়াদের ব্যবস্থা বোঝা এবং বিরাজমান সমস্যাগুলি এই মুহূর্তে কি সেটা বোঝা

আমরা উপকূলে কি অধিকার চাই? কি সমস্যা আমরা সমাধান করতে হবে
অধিকার প্রণয়ন করতে?

অধিকার আলোচনার প্রেক্ষাপট কি?

•ঐতিহাসিক সম্প্রদায় একটি বংশগত পেশা হিসাবে সামুদ্রিক মাছ ধরার উদ্যোগ নেয়

•শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে, বিভিন্ন গোষ্ঠী উপকূলের বিভিন্ন অংশে বসতি স্থাপন করে
•বিশেষ ফুল টাইমার হিসাবে মাছ ধরার কার্যক্রমে নিযুক্ত হয়

•তারা খুব সামান্য বাহ্যিক নিয়ন্ত্রণে সমুদ্রে তাদের জীবিকা এবং উপকূলে জীবন পরিচালনা করেছিল

•সর্বোপরি, কে শাসন করেছিল এবং তারা কোন রাজ্যের ছিল, তা বিবেচ্য নয়। একটি বিস্তৃত ছিল
•বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ভূমিকার উপর সামাজিক ঐকমত্য এবং মৎস্য ক্ষেত্রে কেউ এর ব্যবস্থা নিয়ে প্রশ্ন তোলেনি

•ঔপনিবেশিক যুগে এবং স্বাধীনতার পরের দশকের প্রথম দিকেও এ অবস্থা অব্যাহত ছিল

•স্বাধীন ভারত মৎস্য ক্ষেত্রে হস্তক্ষেপ করার কারণে গত 50-60 বছরে বড় ধরনের পরিবর্তন দেখা গেছে যে উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে এবং প্রায়ই একটি স্ব-শাসিত সেক্টরের দীর্ঘ ইতিহাস কে উপেক্ষা করা হয়েছে

•মাছ ধরার সম্প্রদায়গুলি দেখতে পাচ্ছে যে সমুদ্রে তাদের অধিকার যা তারা মঞ্জুর হিসাবে গ্রহণ করেছিল তা ক্ষয়প্রাপ্ত হয়েছে
•অনেক নতুন কর্মকান্ড সমুদ্রে আক্রমন করছে - মেরিকালচার, শক্তি উৎপাদন, তেল খনন, সমুদ্রের তলদেশেখনি, ইত্যাদি

•উপকূলে, বিপুল সংখ্যক অবকাঠামো প্রকল্প উপকূলের বড় অংশ দখল করছে
•এবং মৎস্যজীবী বসতিও দখল করার চেষ্টা করছে

সমুদ্র এবং ভূমি: দুটি ভিন্ন ক্ষেত্র

জেলেদের জন্য, সমুদ্র এবং স্থলে তাদের অধিকার পরস্পর সংযুক্ত

যাইহোক, ব্যবহারিক উদ্দেশ্যে, দুটি ভূখণ্ডের বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন এবং অধিকার গঠনের দৃষ্টিকোণ থেকে দুটি ভিন্ন ক্ষেত্র হিসেবে সম্পত্তি শাসন ভিন্ন এবং পৃথক বিশ্লেষণ প্রয়োজন।

অধিকারের ধারণা ও প্রণয়ন

- সংসদ এবং রাজ্যসভাগুলি থেকে একগুচ্ছ আইনের মাধ্যমে অধিকার প্রতিষ্ঠা করা

- আমাদের দুটি স্তরে ঐকমত্য গড়ে তুলতে হবে

- মাছ ধরার সম্প্রদায়ের হলো একটি বৈচিত্র্যময় গোষ্ঠী , যেটি নিজেই ৯ টি উপকূলীয় রাজ্য এবং ৪টি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল জুড়ে রয়েছে

- আমাদের দাবির জন্য ব্যাপকভাবে সমাজের গ্রহণযোগ্যতা লাভ করুক এই গোষ্ঠী

ভারতে মৎস্য ক্ষেত্র --- প্রকৃত রূপে কে শাসন করে ?

যাইহোক, মাছ ধরা এবং জেলেরা বেশিরভাগই উপকূলে নিয়ন্ত্রিত হয়
অনেক ধরনের স্ব-শাসিত সংস্থা দ্বারা

স্বশাসনের কিছু উদাহরণ

শাসনে মৎস্য অধিদপ্তরের প্রকৃত ভূমিকা

উভয় সিস্টেমের সীমাবদ্ধতা

প্রতিষ্ঠানক্ষেত্র কে উন্নত শাসনের জন্য দুটি ব্যবস্থার একত্রিত হওয়া প্রয়োজন সহযোগিতা করার ক্ষেত্রে এবং রাষ্ট্র স্ব-শাসনকে স্বীকৃতি/সম্মান প্রদানের ক্ষেত্রে

সমুদ্র অধিকার সংক্রান্ত সমস্যা সমাধান করতে হবে

নিজেদেরকে সংজ্ঞায়িত করা - কারা "আমরা" এবং কারা আমাদের অংশ?

সম্প্রদায়ের অধিকার বনাম ব্যক্তিগত অধিকার

আমরা সম্প্রদায়কে কিভাবে সংজ্ঞায়িত করব? বংশগত? সবাই নৌকায় কাজ করে?

সক্রিয় জেলে বনাম যারা শুধুমাত্র মালিক/পরিচালনা করে

সম্পদের সীমাবদ্ধতা প্রদত্ত, "আমাদের" সবাইকে কি মাছ ধরার অধিকার দেওয়া যেতে পারে?

সমুদ্রে সীমিত সামুদ্রিক সম্পদ ভাগাভাগি করার উপায় কী বিভিন্ন জেলে দল/বহরের মধ্যে?

সম্পদ ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব কার হবে, উভয়ই বরাদ্দ এবং নিয়ন্ত্রণ পরিপ্রেক্ষিতে?

বিষয়গুলো চলমান...

ম্যারিকালচারে আমাদের অবস্থান কী, যার জন্য সমুদ্রে বরাদ্দ এবং মৎস্য আহরণে স্থানিক নিষেধাজ্ঞা আলাদা জায়গা লাগবে?

সামুদ্রিক স্থানের বিভিন্ন নন-ফিশিং ব্যবহার এবং মাছ ধরার কার্যক্রমে হস্তক্ষেপ নিয়ে আমাদের দাবি কী হতে পারে?

সম্পত্তির অধিকার গ্যারান্টি দেয় না যে সম্পত্তি কেড়ে নেওয়া যাবে না জনস্বার্থে। এটা শুধুমাত্র গ্যারান্টি পরিশোধ করার জন্য একটি সঠিক ক্ষতিপূরণ হিসাবে দেখা হবে

মাছ ধরা সম্প্রদায় এবং উপকূল

ব্যক্তিগত সম্পত্তি সাধারণত যেখানে কৃষি শেষ হয় সেখানে শেষ হয়

কৃষি জমি এবং সমুদ্রের মধ্যবর্তী জমি- প্রায়ই অনুপযুক্ত

কৃষি - ভূমি রেকর্ডে একটি সরকারী বা সাধারণ জমি রেকর্ড করা হয়

সুতরাং, উপকূলে মাছ ধরার সম্প্রদায়ের দ্বারা ব্যবহৃত জমিগুলি অনথিভুক্ত থাকে এবং এগুলিকে সঠিকভাবে রাজস্ব/জমি রেকর্ডে কোড করা হয়েছে

স্বাধীনতার সময় উপকূল পুরোপুরি দখলে না থাকলেও উপকূলীয় জমি এবং সম্পদের জন্য প্রতিযোগিতা কম ছিল; এখন উপকূল বিনিয়োগকারীদের জন্য একটি আকর্ষণীয় গন্তব্য হয়ে উঠেছে

ডকুমেন্টেশনের অভাব এবং মাছ ধরার বাইরের কার্যকলাপের জন্য বর্ধিত চাহিদা উপকূলে মাছ ধরার সম্প্রদায়ের অধিকারকে উপেক্ষা করা হয়েছে

উপকূলীয় ভূমি অধিকার সংক্রান্ত সমস্যাগুলো সমাধান করতে হবে

মাছ ধরার গ্রামগুলি DoF দ্বারা তালিকাভুক্ত, কিন্তু ভূমি রাজস্ব বিভাগ বা আদমশুমারি বিভাগ হিসাবে বিদ্যমান নেই

সম্প্রদায় বনাম ব্যক্তি: মালিকানা এবং নিয়ন্ত্রণ;

জমি কি অসম্প্রদায়িক ব্যক্তির কাছে বিক্রি করা যাবে? ব্যক্তি বা সম্প্রদায় পারে পর্যটন বা অন্যান্য কার্যক্রমের মতো অন্যান্য উদ্দেশ্যে জমি বিক্রি বা লিজ আউট করতে?

অ-মৎস্য সম্প্রদায় যারা উপকূলরেখা ভাগ করে এবং যৌগিকভাবে বাস করে উপকূলের কিছু অংশে উপকূলীয় গ্রাম—তাদের কী হবে?

গ্রামের সীমানা কিভাবে প্রতিষ্ঠিত হবে?

বর্তমান এবং ভবিষ্যতের স্থান প্রয়োজনীয়তা?

পরিবারগুলি আর যারা মাছ ধরে না: তাদেরও কি একই অধিকার থাকা উচিত?

মাছ ধরার গ্রামগুলিতে বিদ্যমান প্রণীত নিয়ম লঙ্ঘন

মৎস্যক্ষেত্রে মহিলাদের বাজার সম্পর্কিত অধিকার

এটা লক্ষণীয় যে উপকূলীয় শহর এবং গ্রামে, মহিলারা মৎস্যকর্মী তারা যে জায়গা থেকে মাছ বিক্রি করে সেই জায়গার উপর তাদের অধিকার দাবি করে

এটি একটি বাস্তবতা বলে মনে হচ্ছে কারণ এই জায়গাগুলি স্থানান্তরিত হয় মায়ের থেকে কন্যার কাছে

বৃহন্মুম্বাই পৌরসভার অন্তর্গত বাজারের ক্ষেত্রে কর্পোরেশন (বিএমসি), নিয়ম আছে যে বিক্রেতা থাকার জন্য প্রদান করা হয়েছে উত্তরাধিকারীকে এটি পাস করার অধিকার

তবে সাধারণভাবে, এই ধরনের জায়গার উপর অধিকার সাধারণের আছে বলে মনে হয় সেইসাথে অবিলম্বে সমাজ বিক্রেতাদের নিজেদের মধ্যে গ্রহণযোগ্যতা তৈরী হয় যায়

তবে রাষ্ট্র যখন তার উন্নয়নের সমীকরণে প্রবেশ করে ,কর্মসূচি—সড়ক উন্নয়ন বলুন—এই অধিকার রক্ষা করা সহজ নয় এবং মহিলা তার স্থান থেকে বাস্তুচ্যুত হলে কোন ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয় না

উপসংহার

তাদের জন্য কাজ করা মৎস্যজীবী সম্প্রদায় ও সংগঠনের প্রয়োজন উপকূল জুড়ে এবং অভ্যন্তরীণ পরিস্থিতির বহুত্ব হিসাব কে বিবেচনা করে যে বিভাগ বিদ্যমান এবং অধিকার গ্রহণের দাবি প্রণয়নের জন্য অনেক হোম ওয়ার্ক করা

বাহ্যিক সমাজ এবং রাষ্ট্রর মুখোমুখি হওয়ার আগে আমাদের অভ্যন্তরীণভাবে একটি বিস্তৃত ঐক্যমত তৈরি করা দরকার